আ ব র্ত

THE OLD MAN

william faulkner

আবর্ত

উইলিয়াম ফকনার

ভাষান্তর

শহীদ কাদরী

KOBI PROKASHANI

আবর্ত

উইলিয়াম ফকনার

অনুবাদ : শহীদ কাদরী

প্রকাশকাল
কবি প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০২৪

প্রকাশক
সজল আহমেদ কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
নীরা কাদরী

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস ৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য : ৩০০ টাকা

Aborto by William Faulkner Translated by Shaheed Quaderi Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 Kobi Prokashani First Edition: November 2024
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 300 Taka RS: 300 US 15 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-99198-2-7

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

প্রসঙ্গ-কথা

কবি শহীদ কাদরী বেশ কয়েকজন বিদেশি কবির কবিতা অনুবাদ করেছেন, এ তথ্য তাঁর মনোযোগী পাঠকদের কাছে অজানা নয়। কিন্তু তিনি যে পুরো একটি উপন্যাস—হোক না তা আকারে ক্ষীণতনু—অনুবাদ করেছিলেন, সে কথা অনেকের কাছেই বিস্ময়ের মনে হবে। ১৯৬৯ সালের জুন মাসে ঢাকার খোশরোজ কিতাব মহল থেকে শহীদ কাদরীর অনুবাদে প্রকাশ পায় নোবেলজয়ী মার্কিন কথাসাহিত্যিক উইলিয়াম ফকনারের (১৮৯৭-১৯৬২) উপন্যাস 'দ্য ওল্ড ম্যান'-এর (১৯৩৯) অনুবাদ। তবে উপন্যাসের মূল শিরোনামটি হুবহু অনুবাদ করে তিনি বসিয়ে দেননি, বরং বঙ্গানুবাদের নাম দেন অনেকটাই ভিন্নতাবাহী ভঙ্গিতে—'আবর্ত'। বইটির প্রকাশক ছিলেন খোশরোজ কিতাব মহলের কর্ণধার মহীউদ্দিন আহমেদ, মুদ্রাকর ঢাকার ১০৯ হৃষিকেশ দাস রোডের জাতীয় মুদ্রণের লুৎফর রহমান। গোপেশ মালাকারের করা প্রচ্ছদের ১৩৬ পৃষ্ঠার বইটির দাম তখন ছিল এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

বিশ শতকের পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে ঠাণ্ডাযুদ্ধের কালে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের 'প্রোগ্রেস পাবলিশার্স' বা প্রগতি প্রকাশনের বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় রুশ সাহিত্য অনুবাদ (বেশির ভাগ অনুবাদ নতুন করে প্রগতির তরফ থেকে করানো হতো, আর কিছু ক্ষেত্রে তারা পূর্বপ্রকাশিত রুশ বইয়ের অনুবাদ পুনর্প্রকাশ করত) প্রকাশের জোর তৎপরতা দেখে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারও আমেরিকান সাহিত্যের অনুবাদ প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছিল। তবে প্রগতি প্রকাশনের মতো সরাসরি প্রকাশনা সংস্থা খুলে নয়, বরং 'ফ্রাঙ্কলিন বুক প্রোগ্রাম' নামে বিশ্বের নানা দেশে 'প্রজেক্ট' তৈরি করে। ফ্রাঙ্কলিন সরাসরি নিজেরা বই প্রকাশ করত না, অনুবাদকদের পারিশ্রমিক দিয়ে কাজে লাগিয়ে মার্কিনি বইপত্রের অনুবাদের পাণ্ডুলিপি গ্রহণ করে তা ঢাকা ও চট্টগ্রামের একাধিক প্রতিষ্ঠিত প্রকাশনা সংস্থা থেকে ছাপানোর ব্যবস্থা নিত। এসব অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশের জন্য ফ্রাঙ্কলিন বুক প্রোগ্রামের তরফ থেকে সংশ্লিষ্ট প্রকাশকরাও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে প্রয়োজনীয় খরচাপাতি পেতেন। পঞ্চাশ-ষাটের দশকে তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে ফ্রাঙ্কলিন বুক প্রোগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন কবি আহসান হাবীব ও শিশুসাহিত্যিক হাবীবুর রহমান। খোশরোজ কিতাব মহলও ফ্রাঙ্কলিন বুক প্রোগ্রামের প্রকাশনা-কর্মকাণ্ডের অন্যতম অংশী ছিল। ফকনারের 'দ্য ওল্ড ম্যান' উপন্যাসের 'আবর্ত' নাম্নী এই অনুবাদটিও ফ্রাঙ্কলিন বুক প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে প্রকাশ পেয়েছিল। ধারণা করা যায় যে শহীদ কাদরী অনুবাদটি করেছিলেন নেহাতই দায়ে ঠেকে, অর্থসংকটে পড়ে দ্রুত কিছু সম্মানী পাবার জন্য। তাই এই অনুবাদটি সম্পর্কে তিনি কোনো সাক্ষাৎকারে বা ব্যক্তিগত আলাপে কখনো কিছু বলেননি; প্রকাশের তথ্যটিও পরিবারের কাউকে জানাননি। 'আবর্ত'র কপি আমরা পেয়েছি লেখক মুহিত হাসানের সৌজন্যে।

মুখবন্ধ

১৯২৭ সালের প্রথমভাগে বড় নদীটা উপচে উঠে দুকূল প্লাবিত হয়ে যায়। মিসিসিপি রাজ্যের পাচম্যানে অবস্থিত রাষ্ট্রীয় জেলখানার খামারের সমগ্র বসতিকে একটি বিপন্ন বাঁধ রক্ষার কাজে নিয়োগ করা হয়। একজন লম্বা আসামিকে আদেশ দেওয়া হয় দাঁড়ের নৌকোয় করে সাইপ্রেস শাখায় আটকে থাকা একজন মেয়ে আর তুলো গুদামের চালের মাথায় আটকে থাকা একটি লোককে খোঁজ করতে। জল ক্রমে ফুলে উঠতেই থাকে। এ নদীর ইতিহাসে এটা ভয়ংকরতম বন্যা : ছ'সপ্তাহ ধরে সমগ্র উর্বর বদ্বীপটাসহ ২০,০০০ বর্গমাইল এলাকা জলে নিমজ্জিত হয়ে থাকে আর ৬০০,০০০ লোক গৃহহীন হয়। শত শত লোক জলে ডুবে মারা যায়; এ ছাড়া ২৫,০০০ ঘোড়া, ৫০,০০০ গরু, ১৪৮,০০০ শূকর, ১,৩০০ মেষ এবং ১,৩০০,০০০ মুরগিও ডুবে মরে। ৪০০,০০০ একর জমির শস্য বিনষ্ট হয় এবং শত শত মাইল দীর্ঘ বাঁধ ধসে পড়ে। কয়েক সপ্তাহ পরে নদীর জল স্বাভাবিক উচ্চতায় ফিরে এলে লম্বা আসামিটা দাঁড় বেয়ে রাষ্ট্রীয় জেলখানার খামারে ফিরে আসে। ‘এই আপনার নৌকো আর এই সেই মেয়েমানুষ,’ বলে সে, ‘কিন্তু সেই হারামিটাকে আমি তুলো গুদামের ওপর কোথাও খুঁজে পাইনি।’

লম্বা আসামিটার জন্ম হয়েছিল ফ্রেঞ্চম্যান্‌স বেন্ড-এর দক্ষিণ-পূর্বে পাইনাচ্ছন্ন পর্বতমালার মধ্যে; কিন্তু তা বলে এ কাহিনি ‘যোকনা পাতাওফা

কাউন্টির কোনো লোকগাথা নয়। 'যোকনা পাতাওফা কাউন্টি' এবং বাদবাকি দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে এ যেন একটি যোগসূত্র বিশেষ : আসামিটা নদীবক্ষে যতই ভাটিতে ভেসে চলে ততই আমাদের দিগন্ত বিস্তৃত হয়। আসলে এ কাহিনিটা হচ্ছে ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত একটি উপন্যাসের অর্ধাংশ। অন্য অর্ধাংশ 'দি ওয়াইল্ড পাম্‌স' নামে একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন কাহিনি—অবশ্য সামগ্রিক উপন্যাসটিরও নাম ছিল ও-ই। প্রায় একই দৈর্ঘ্যের দুটি ভিন্ন কাহিনি নিয়ে ফকনার একটা নিরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা চালান। প্রত্যেক কাহিনিকেই পাঁচটি করে ভাগে বিভক্ত করে নিয়ে এটার একভাগ ওটার একভাগ এমনি করে ছাপিয়ে দেন, অর্থাৎ 'দি ওয়াইল্ড পাম্‌স'-এর এক পরিচ্ছেদ তারপর 'ওল্ডম্যান (আবর্ত)'-এর এক পরিচ্ছেদ, তারপর আবার 'দি ওয়াইল্ড পাম্‌স'-এর পরবর্তী পরিচ্ছেদ—। তাতে তিনি যা পেলেন তা হলো একটা পার্থক্যজনিত ফল কিংবা অসংগতির সুর : 'দি ওয়াইল্ড পাম্‌স'-এ একটি লোক মুক্তি আর প্রেমের কারণে সবকিছু বিসর্জন দেয়, কিন্তু শেষে দুটোই হারায়; 'ওল্ডম্যান (আবর্ত)'-এ আসামিটা মুক্তি আর প্রেম থেকে পালিয়ে আসতে সবকিছু বিসর্জন দিয়ে রাষ্ট্রীয় জেলখানার খামারের মেয়েমানুষ বিবর্জিত নিরাপত্তায় ফিরে আসে। যাই হোক মূল্যায়ন বিচারে এই দ্বিতীয় কাহিনি (আবর্ত) এককভাবে প্রথম কাহিনিটা থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। 'হাকলবেরি ফিন'-এর মতো এতে নদীটার বিশাল বিস্তারের অত বর্ণনা না থাকলেও, মিসিসিপিকে নিয়ে লেখা এটাই আরেকটা কাহিনি যাকে 'হাকলবেরি ফিন'-এর পাশাপাশি তুলনা করতে গিয়ে নাক কুঁচকানোর কোনো কারণ ঘটে না; আমেরিকান সাহিত্যে এ-ই একমাত্র দ্বিতীয় কাহিনি যাতে মিসিসিপি নদীর প্রবল বেগ আর বিস্ময়কর প্রবাহের সেই হুবহু ছবিটি পাওয়া যায়।

একবার (মে মাসে ১৯২৭ সনের বন্যার বছরে, মিসিসিপি এলাকায়) দুজন আসামিকে দেখা গেল। এদের মধ্যে একজনের বয়স পঁচিশের কাছাকাছি, দীর্ঘ ঋজু দেহ, দোহারা গঠন, রোদে-পোড়া মুখ, মাথাভরতি ইন্ডিয়ানদের মতো কালো কুচকুচে চুল এবং চিনামাটি রঙের আক্রোশে ভরা এক জোড়া পাণ্ডুর চোখ; এই চোখের উদ্ধত আক্রোশ সেই সব ব্যক্তির প্রতি নয় যারা তার দুষ্কর্মে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে, এমনকি সেই আইনজীবী এবং বিচারপতিদের প্রতিও নয় যাদের কল্যাণে সে এখানে এসেছে, বরং সেই সব ডায়মন্ড ডিক এবং জেসি জেমসদের লেখকদের প্রতি যারা তাকে বর্তমান সংকটাবস্থার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে—যাদের অবাস্তব বিদেহী নাম সস্তা কাগেজ মুদ্রিত অসংখ্য বইয়ের মলাটে দেখা যায়, যারা—তার বিশ্বাস—নিজেদের অজ্ঞতা এবং রচনার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সহজে প্রতারিত হওয়ার প্রবণতার ফলে ঐ বিষয়ে যেকোনো সংবাদ নির্বিচারে গ্রহণ করে এবং তার ওপর যথার্থতা ও বিশ্বাস্যতা আরোপ করে (এটা আরও বড় অপরাধ, কেননা বইয়ের সঙ্গে কোনো লিখিত শপথলিপি না থাকায় খদ্দের সহজেই গ্রন্থভুক্ত সংবাদগুলো অনুচ্চারিত সরল বিশ্বাসে, তথ্যের প্রামাণ্যতা সম্বন্ধে কোনো রকম দলিল দাবি না করেই কাউন্টারের দিকে পনেরোটা সেন্ট এগিয়ে দেয়) এবং পয়সা কামানোর জন্য দোকানদাররাও তা নির্বিকারচিত্তে বিক্রি করে—যা পরে কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করার ফলে (আসামিটার কাছে) অন্যায় রকমভাবে ভ্রান্ত ও অবাস্তব প্রমাণিত হয়েছে। তাই কোনো কোনো সময় চাষ করতে করতে খচ্চরটাকে থামিয়ে সারা পথেই সে দাঁড়িয়ে পড়ে (কয়েদিদের জন্য কোনো রকম উঁচু দেয়াল তোলা সংশোধনাগারের ব্যবস্থা মিসিসিপিতে নেই, কেননা এ অঞ্চলে কেবল তুলোর আবাদই হয়ে থাকে; শটগান ও রাইফেলধারী গার্ডদের তত্ত্বাবধানে কয়েদিরা সাধারণত এই সব অনাবাদি ক্ষেত্রে কাজ করে) এবং একটা অসহায় ক্রোধে জ্বলতে জ্বলতে আইন-আদালত সম্বন্ধে তার একমাত্র

অভিজ্ঞতার কথা ভাবে, যা তাকে এই নোংরা আবর্জনার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে, যার মধ্যে সে আনাড়ির মতো হোঁচট খেয়ে চলেছে, এবং এভাবেই হোঁচট খেতে খেতে তার সমস্ত শব্দোচ্ছ্বাস, একচক্ষু ভাবনা একটা অর্থপূর্ণ সংগতি পায় (সে নিজে এমন এক অন্ধ উৎসসের কাছে সুবিচারের প্রার্থনা জানিয়েছিল যা ইতোমধ্যেই তার সম্বন্ধে রায় দিয়ে তাকে নিক্ষিপ্ত করেছে এই বিমূঢ় বর্তমানে)। ডাকগাড়ি লুট করতে গিয়ে সে নিজেই ঐ তৃতীয় শ্রেণির ডাকব্যবস্থা দ্বারা উলটো প্রতারিত হয়েছে, অপহৃত হয়েছে তার স্বাধীনতা, সম্মান আর অহংকার, টাকা-পয়সা নয়, কেননা টাকা-পয়সার মতো বাজে অর্থহীন বস্তুর প্রতি তার তেমন বিশেষ কোনো ঝোঁক ছিল না।

ট্রেন লুণ্ঠন প্রচেষ্টার দায়ে পনেরো বছরের দণ্ডাজ্ঞা বর্তায় তার ওপর (ঊনবিংশতি জন্মদিন পেরুবার কিছুদিন পরেই এ অঞ্চলে সে প্রথম আসে)। সে তার কেতাবি গুরুদের অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করে সমস্ত পরিকল্পনা বেশ আগেভাগেই তৈরি করে নিয়েছিল; পেপারব্যাকগুলো দীর্ঘ দুবছর ধরে আগলে রেখে বারবার পড়েছে, মুখস্থ করেছে, একটার কাহিনি ও পদ্ধতির সঙ্গে আরেকটার তুলনামূলক বিচার করে দেখেছে, প্রতিটি বইয়ের সারাংশটুকু বাছাই করে বাকিটা বাদ দিয়েছে। আর এভাবেই তার কার্যকর পরিকল্পনার ছক সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে; শেষ মুহূর্তের সূক্ষ্ম পরিবর্তন সাধনের জন্য সব সময় উন্মুক্ত রেখেছে তার বুদ্ধিকে, কোনো রকম তাড়াহুড়ো করেনি, অধৈর্য প্রদর্শন করেনি—ঠিক যেভাবে নির্দিষ্ট সময়ে নতুন পুস্তিকা প্রকাশিত হয়, রাজ-দরবারে পেশ করার জন্য বিবেকবান দরজি যেমন দরবারি-পোশাকে শেষ মুহূর্তে কিছু সূক্ষ্ম অদল-বদল ঘটায়। এত কিছুর পর যখন নির্ধারিত দিনটি এলো তখন সে তেমন কোনো সুযোগই পেল না যে ট্রেনের প্রতিটি কামরা ঘুরে ঘুরে দেখবে, যাত্রীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করবে হাতঘড়ি, আংটি, লুকোনো টাকার বেল্ট, ব্রুচ—কেননা ডাক-কামরার যেখানে স্বর্ণ এবং সিন্দুক থাকে, সেখানে পা রাখা মাত্র তাকে গ্রেপ্তার করে ফেলা হয়েছিল। আর যে পিস্তলটা তার কাছ থেকে ওরা কেড়ে নেয়, টোটা ভরা থাকা সত্ত্বেও সেটা দিয়ে কাউকে গুলি করেনি, কারণ পিস্তলটা সেই জাতেরই নয় যা দিয়ে গুলি ছোড়া সম্ভব। পরে সে

জেলা অ্যাটর্নির কাছে স্বীকার করেছিল যে সে তার প্রতিবেশীদের কাছ থেকে 'ডিটেকটিভ গেজেট' পত্রিকার নামে চাঁদা তুলে পিস্তল, মুখ আচ্ছাদনের কালো রুমাল এবং মোম জ্বালানো কালো লণ্ঠনের ব্যবস্থা করে। আর তাই সে এখনও একেক সময় একটা নিষ্ফল আক্রোশে ভরে ওঠে (এর জন্য যথেষ্ট অবসরও সে পায়)। বিচারের সময় একটা কথা সে আদালতকে বলতে পারেনি। কীভাবে যে বলবে তাও ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি। অর্থের প্রতি তার কোনো লোভ ছিল না, লোভ ছিল না জাগতিক অর্থে ঐশ্বর্যের প্রতি, লুটের সম্ভারের প্রতি। ঘটনাটাকে সে একটা উজ্জ্বল বলয়ের মতো নিজের অহংকৃত বুকের ওপর ধারণ করতে চেয়েছে, যেমন কোনো অলিম্পিক দৌড় বিজয়ীর বক্ষ থেকে ঝুলতে থাকে একটা এ্যামেচার মেডেল—একটা প্রতীক, যা প্রমাণ করে এই অবয়বহীন, সপ্রাণ ও সমসাময়িক জগতে সেও তার আপন নির্বাচিত ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ। তাই মাঝে মাঝে লাঙল চালাতে চালাতে যখন সে চেরা মাটির ওপর পা ফেলে ফেলে এগোয় অথবা নিড়ানি দিয়ে কার্পাস আর শস্য পরিষ্কার করে কিংবা রাত্রের আহারের পর কাঠের পাটাতনের ওপর ক্লান্ত দেহটা রাখে তখন সে অবিরল অনর্গল রুক্ষ ভাষায় অভিসম্পাত হানতে থাকে। কিন্তু তার লক্ষ্য জীবন্ত মানুষেরা নয়, যারা তাকে এই অবস্থার মধ্যে টেনে এনেছে, বরং তারা, যাদের সম্বন্ধে সে কিছুই জানে না, এমনকি তাদের নামগুলো যে ছদ্মনাম তাও সে জানে না, সে জানেই না যে আসলে ঐ দামগুলো সপ্রাণ মানুষ নয়, কতকগুলো অন্ধকার পদবিমাত্র—যারা এক অন্ধকার জগৎ সম্বন্ধে লিখে গেছে।

দ্বিতীয় আসামিটা বেঁটে এবং মোটা। আগাগোড়া সাদা এবং নির্লোম। দেখলে মনে হয় কাঠের পচা গুঁড়ি কিংবা তক্তা ওলটানোর পর হঠাৎ সে সূর্যালোকে বেরিয়ে এসেছে। এই বেঁটে আসামিটাও একটা অক্ষম আক্রোশ এবং জ্বালা নিজের মধ্যে বহন করছিল (কিন্তু প্রথমজনের মতো চোখে তার কোনো আভাস ছিল না)। ফলে বাইরে থেকে তা বোঝা যেত না। অবশ্য তার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু কেউ জানত না, এমনকি যারা তাকে এখানে পাঠিয়েছে, তারাও না। তার আক্রোশ কোনো মুদ্রিত শব্দাক্ষরের প্রতি নয় বরং সেই স্ববিরোধী ঘটনার প্রতি যার ফলে সে বাধ্য হয়ে নিজের স্বাধীন

ইচ্ছায় বর্তমান অবস্থাকে বেছে নিয়েছে। সে বাধ্য হয়েছে মিসিসিপির এই সরকারি পেনাল ফার্ম এবং অ্যাটলান্টায় অবস্থিত 'ফেডারেল পেনিটেনসিয়ারি'র মধ্যে যেকোনো একটা বেছে নিতে। এবং নির্লোম শম্বুকের মতো দেখতে মোটা, বেঁটে আসামিটা যে এই উন্মুক্ত, খোলামেলা সূর্যকরোজ্জ্বল বহিঃপ্রকৃতিকেই বেছে নিল এও যেন তার চরিত্রলগ্ন কোনো সংগোপন, নিঃসঙ্গ হেঁয়ালির দিকেই ইঙ্গিত করে ঠিক যেমন কোনো স্থির অস্বচ্ছ ঘোলাটে জলপুঞ্জ থেকে একটা আধো চেনা বস্তু মুহূর্তের জন্য ভেসে উঠে আবার তলিয়ে যায়। তার সঙ্গী কয়েদিও তার দুষ্কর্মের প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু জানে না। তবে তারা এটুকু জানে যে একশ নিরানব্বই বছরের জন্য ওকে দণ্ডিত করা হয়েছে—এই অবিশ্বাস্য এবং অসম্ভব রকমের সুদীর্ঘ সময়সীমার মধ্যেই একটা প্রচণ্ড ধরনের পাপকর্মের আভাস এবং উপকাহিনির গুণাবলি নিহিত। শাস্তির ধরন দেখে মনে হয় বেঁটে আসামিটা এমন কোনো কারণ ঘটিয়েছিল যা কিনা সেই সব ব্যক্তি যাঁরা ন্যায় এবং নিরপেক্ষ বিচারের স্তম্ভ ও প্রতিনিধি, তাঁরাও রায় প্রদানের সময় সুবিচার নয়, নিরপেক্ষতা নয়, বরং মানবিক শালীনতা, ক্রোধ এবং প্রতিশোধস্পৃহার অন্ধ যন্ত্রে পরিণত হয়ে এক বর্বরোচিত একতায় হাকিম, উকিল এবং জুরি মহাশয়েরা মিলে আইন ও সুবিচারের সম্পূর্ণ বিলোপসাধন করে তার শাস্তির সীমা নির্ধারণ করেন। সম্ভবত এই বেঁটে আসামিটার দুষ্কর্ম সম্বন্ধে কেবল ফেডারেল অ্যাটর্নিরাই অবহিত ছিলেন। একটা চোরাই গাড়ি পার করে দেওয়া হয়েছিল রাষ্ট্রসীমানা থেকে, সেই গাড়িতে একজন মহিলাও ছিলেন। একটা ফিলিং স্টেশনও লুণ্ঠিত হয় এবং সেই সঙ্গে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয় সেখানকার একজন কর্মচারী। গাড়িটাতে দ্বিতীয় আরেক ব্যক্তিও উপস্থিত ছিল; সে সময় যে কেউ আসামিটার দিকে একবার তাকালেই (যেমন অ্যাটর্নি দুজন এক পলক দেখে নিয়েছিল) বুঝতে পারত যে ওর পক্ষে, এমনকি পানমত্ত অবস্থাতেও ট্রেগারে চাপ দেওয়ার মতো কৃত্রিম সাহস সঞ্চয় করা কখনো সম্ভব নয়। কিন্তু তবুও সেই চোরাই গাড়িসুদ্ধ ওদের গ্রেপ্তার করা হলো, আর দ্বিতীয় ব্যক্তি যে নিঃসন্দেহে আসল হত্যাকারী সে গেল পালিয়ে। ফলে শেষ পর্যন্ত বিব্রত বিপর্যস্ত অবস্থায় সরকারি অ্যাটর্নির অফিসে দুজন দুষ্টচিত্ত অনমনীয় এবং বাকচতুর

উকিলের মুখোমুখি হতে হলো ওকে, তখন ঠিক তার পেছনে একটা অ্যান্টি চেম্বারে দুজন পুলিশ সেই ক্রুদ্ধ মহিলাকে সামাল দিতে ব্যস্ত; এই সময় তাকে বলা হলো বেছে নিতে—সেই অ্যান্টি চেম্বারে বসে থাকা মহিলাকে পাশ কাটিয়ে অপেক্ষাকৃত লঘু দুষ্কর্ম অর্থাৎ অটোমোবাইল অপহরণের জন্য ম্যান অ্যাক্ট অনুসারে ফেডারেল কোর্টে ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখতে পারে অথবা অ্যান্টি চেম্বারের মহিলাকে পাশ না কাটিয়ে সোজা পেছনের প্রবেশ পথ দিয়ে অ্যাটর্নির কামরা থেকে অপসৃত হয়ে স্টেট কোর্টে মানবহত্যার অভিযোগ মেনে নিতে পারে। সে তার ইচ্ছামতোই বেছে নিল; কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে রায় শুনল বিচারপতির (যিনি তার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে ছিলেন যেন জেলা অ্যাটর্নি সত্যি সত্যি একটা পচা তক্তা পা দিয়ে উলটে আসামিটাকে বার করে আনলেন)। একশ নিরানব্বই বছরের জন্য দণ্ডিত করা হলো তাকে।

এপ্রিলের শেষের দিকে শৃঙ্খলিত, প্রহরী-তাড়িত কয়েদিরা মাঠ থেকে ফিরে এসে নৈশভোজ সেরে নিয়ে নিজেদের বাঙ্কে যখন প্রবেশ করে সেই সময় দ্বিতীয় আসামিটা ওদের দৈনিক পত্রিকা পাঠ করে শোনাতে শুরু করল। মেমফিস থেকে প্রকাশিত পত্রিকাটি ভোরে ব্রেকফাস্টের সময় ডেপুটি ওয়ার্ডেন স্বয়ং পাঠ করেন। সেই পত্রিকাটাই আসামিটা পাঠ করে শোনাত তার সঙ্গীদের, বাইরের পৃথিবী সম্বন্ধে যাদের বিন্দুমাত্র উৎসাহ ছিল না। কয়েদিদের মধ্যে কারও কারও বর্ণপরিচিতিও ছিল না, এমনকি ওহাইও অথবা মিসিসিপি অববাহিকার অবস্থান সম্বন্ধে কোনো সুস্পষ্ট ধারণা। তা ছাড়া, এমনও কেউ কেউ ছিল যারা মিসিসিপি নদীটাও দেখেনি যদিও ওদের মধ্যে অনেকেই দু-চার দিন থেকে শুরু করে দু-চার, দশ, বিশ, তিরিশ বছর (এবং ভবিষ্যতেও দু-চার মাস থেকে শুরু করে যাবজ্জীবন) অবধি এই অঞ্চলেই চাষ করেছে, বীজ বুনেছে, খেয়েছে, দেয়েছে, এখানকার গাছের ছায়ায় ঘুমিয়েছে; অবশ্য লোকপরম্পরায় ওরা এটুকু জানত যে সুদূরে কোথায় একটি নদী আছে, মাঝে মাঝে স্টিমারের ভেঁপুও ওদের কানে গেছে আর তা ছাড়া গত সপ্তাহে প্রায় ষাট ফুট উঁচু আকাশ-ছোঁয়া মালের স্তূপ এবং স্টিমার চালকের ঘর দূর থেকে ভেসে যেতেও দেখেছে।

কিন্তু কান ওরা পেতেই থাকে, এবং অল্প সময়ের মধ্যে যারা সেই লম্বা আসামিটার মতো অশ্বের তৃষ্ণা নিবারণের ডোবা ছাড়া আর কিছুই দেখেনি, তারাও কায়রো অথবা মেমফিসে নদীর ৩০ ফুট জলীয় মাপের অর্থ সহজেই বুঝতে পারত এবং মরু-স্ফোটক নিয়ে আলাপ-আলোচনাও চালাত। বাঁধের ওপর যে সব সাদা এবং কালো চামড়ার মিশ্র দল ক্রমবর্ধমান জলরাশিকে রুখবার জন্য ডবল শিফটে কাজ করছে, সম্ভবত তাদের কথাই ওদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাড়া তুলত! সাড়া তুলত সেই সব গল্প, যদিও সে গল্পগুলো নিগ্রোদের সম্বন্ধে, যে নিগ্রোরা কয়েদিদের মতোই কাজ করতে বাধ্য হয় এবং পরিবর্তে কেবল নিকৃষ্টজাতের খাদ্য, ঘুমোবার জন্য কর্দমাক্ত তাঁবু ছাড়া আর কিছুই পায় না। বেঁটে আসামিটার সংবাদ পাঠ থেকে, কণ্ঠস্বর থেকে উদ্ভাসিত হয় নানা ধরনের ছবি : কাদার ছিটে লাগা শ্বেতাঙ্গ পুরুষ, তাদের কাঁধে অপরিহার্য শটগান, বালির বস্তা পিঠে পিঁপড়ের মতো নিগ্রোদের সারি বন্যারোধের ব্যর্থ প্রয়াসে নদীর খাড়া পিছল পথে টলতে টলতে উঠে যাচ্ছে, ওদের নিষ্ফল অস্ত্রশস্ত্রগুলো নদীগর্ভে নিক্ষেপ করার জন্য তারপর আবার নেমে আসছে নতুন করে সংগ্রহের আশায়। কিংবা হয়তো এর চেয়েও মারাত্মক চিত্র ফুটে ওঠে। এগিয়ে আসা বিপদের দিকে ওরা অপলক চোখে তাকিয়ে রয়েছে পুরাকালের সেই সব বিস্মিতনেত্র ক্রীতদাসদের মতো; সেই সব সিংহ, হাতি, ভালুক, রাজকর্মচারী, স্নানাগাররক্ষী এবং পিঠা রাঁধুনিদের মতো, যারা অহেনোবারবাসের বাগান থেকে রোমের বাড়ন্ত দাবদাহের দিকে তাকিয়ে থেকেছে।

এভাবে কান পেতে থাকতে থাকতে মে মাস উপস্থিত হলো। ওয়ার্ডেনদের সংবাদপত্রে মুখর হয়ে উঠল দুইঞ্চি লম্বা হেডলাইনগুলো—সেই কাটা কাটা কালি ছোপগুলো দেখে মনে হতো যেন নিরক্ষরদের পক্ষেও ওগুলো পড়তে পারা উচিত : মধ্যরাতে মেমফিসের বন্যা, হোয়াইট নদীর অববাহিকায় ৪,০০০ উদ্বাস্তু, গভর্নর কর্তৃক ন্যাশনাল গার্ডের প্রতি আহ্বান, নিম্নলিখিত গ্রামগুলোয় সামরিক আইন জারি, রেডক্রস ট্রেনযোগে সেক্রেটারি হুভারের ওয়াশিংটন ত্যাগ, তারপর তিন সন্ধ্যা বাদে (সেদিন বৃষ্টি হচ্ছিল সকাল থেকেই—এপ্রিল-মের সেই বজ্রগম্ভীর মুষলধারার স্বল্পায়ু বৃষ্টি নয় বরং নভেম্বর-ডিসেম্বরের ঠাণ্ডা, উত্তুরে বাতাসসহ ধূসর, একটানা

বৃষ্টি। মানুষগুলো সেদিন আর মাঠে যায়নি। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার বাসি, পুরনো আশাবহনকারী সংবাদের মধ্যেই যেন ওদের আশাহননের সংবাদও লুকিয়ে ছিল) : বন্যার জল বর্তমানে মেমফিস থেকে নেমে গেছে, ২২,০০০ উদ্বাস্তু ভিক্ষবার্গ শহরে নিরাপদে অবস্থান করছে, সামরিক বাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারগণ বলেন যে বাঁধ অটুট থাকবেই।

'অর্থাৎ, আমার মনে হয় আজ রাত্রের মধ্যেই বাঁধটা ভেঙে পড়বে।' একজন কয়েদি বলে ওঠে।

'হয়তো এই বৃষ্টি হতেই থাকবে যতক্ষণ না জল এখানে এসে পৌঁছায়।' বলে ওঠে আরেকজন। এই উক্তির মধ্যে যে অর্থ নিহিত ছিল তার সঙ্গে সবাই একমত হয়, কেননা ওদের মনে যে ভাবনাটা সবচেয়ে বেশি জাগ্রত হয়ে রয়েছে তা হচ্ছে যে আবহাওয়া যদিবা পরিষ্কার হয়েও যায় এবং বাঁধ ভেঙে বন্যার জল যদি খামারে ঢুকে পড়ে তবু ওদের মাঠে গিয়ে কাজ করতেই হবে, এর অন্যথা কিছুতেই সম্ভব নয়। অবশ্য ব্যাপারটা তেমন পরস্পরবিরোধী নয়, যদিও এর কারণগুলো ওরা সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারে না, কিন্তু সহজ বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারে যে, যে জমিতে ওরা চাষবাস করে, ফসল ফলায় তার স্বত্বাধিকারী যেমন ওরা নিজেরা নয়, তেমন গার্ডরাও নয়, যারা বন্দুকের মুখে কাজ আদায় করে নেয়; জমিতে চাষও করা যেতে পারে এবং শস্যে মাড়াই করাও চলতে পারে। এ ব্যাপারে কি গার্ড কি কয়েদি সবারই সমান মনোভঙ্গি। আর তাই ওরা এক অদ্ভুত বুনো আশা, কর্মহীন দিন, সান্ধ্য পত্রিকার হেডলাইন এবং মাথার উপরে টিনের ছাদে বৃষ্টির একঘেয়ে একটানা সুর শুনতে শুনতে ঘুমের ভেতরেও কেমন যেন অস্থির, স্বস্তিহীন হয়ে পড়ছিল। আর সেই সময় ইলেকট্রিক বাতির হঠাৎ ঝলক, গার্ডদের কণ্ঠস্বর ওদের জাগিয়ে দিল এবং ওদের কানে ভেসে এলো প্রতীক্ষারত স্পন্দিত ট্রাকগুলোর গম্ভীর ধ্বনি।

'তোমরা সব বেরিয়ে এসো।' চিৎকার করে উঠলেন ডেপুটি ওয়ার্ডেন। তাঁর পরনে রবারের বুট, স্লিকার এবং কাঁধে ঝোলানো শটগান। 'প্রায় এক ঘণ্টা আগে মাউন্ডস্ ল্যান্ডিংয়ের কাছে বাঁধটা ধসে পড়েছে। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসো এখান থেকে।'

যখন বৃষ্টি চোঁয়ানো বিলম্বিত ভোর ফুটে উঠল আসামি দুজনকে আরও বিশটা লোকের সঙ্গে চলন্ত একটা ট্রাকে দেখা গেল। একজন ট্রাস্টি সেটা চালাচ্ছে। দুজন সশস্ত্র গার্ড তার সঙ্গে ক্যাবের ভেতরে বসে আছে। উঁচু ছাউনিহীন স্টলের মতো ট্রাকের মধ্যে কয়েদিরা যেন বাক্সবন্দী দেশলাইয়ের কাঠির মতো কিংবা বলা যেতে পারে তীক্ষ্ণ ছুঁচালো পেনসিলের আদলে সারি সারি সেলের মতো; আর একটি মাত্র শেকল ওদের গতিহীন এবং অনবরত দুলতে থাকা পায়ের সারিকে নানা ধরনের বিন্যাসে আবদ্ধ করে এক পাশে রাখা শাবল গাঁইতির সঙ্গে ঝাঁকানি খেতে খেতে বেজে চলেছে; লোকগুলো প্রায় দুইদিক থেকেই পেরেক ঠোকা হয়ে সবের মধ্যেই দাঁড়িয়ে।

তারপর হঠাৎ কোনো জানান না দিয়েই বন্যার জল ওদের চোখের সামনে ভেসে উঠল, যে বন্যার সম্বন্ধে গত দুসপ্তাহ ধরে সেই বেঁটে মোটা আসামিটা ওদের পড়ে শুনিয়েছে। রাস্তাটা গেছে দক্ষিণে। আশপাশের জমি থেকে প্রায় ৮ ফুট উঁচু একটা বাঁধের ওপর। এ এলাকার অধিবাসীদের কাছে বাঁধটা 'আবর্জনার স্তূপ' নামে পরিচিত। এর দুই প্রান্তে কতগুলো গভীর গর্ত ছিল, যেগুলো খনন করে বাঁধটা নির্মাণ করা হয়। সারাটা শীতকাল ধরে বৃষ্টির জল গর্তগুলোয় জমেছে, গতকালের বৃষ্টির তো কোনো কথাই নেই। কিন্তু এখন ওরা দেখল যে রাস্তার দুপাশের গর্তগুলো অদৃশ্য, পরিবর্তে আদিগন্ত বিস্তৃত গেরুয়া রঙের জলের বিস্তার যা গর্তগুলোকে ছাড়িয়ে অসংখ্য ছোট ছোট ন্যাকড়ার ফালির মতো মাঠের ভেতরে লাঙলচেরা জমির মধ্যে প্রবেশ করেছে এবং এক ধূসরাভ আলোয় ঝাঁঝারির সিকের মতো তার ম্লান প্রভা টলটল করছে। এবং তারপর (ট্রাকটা তখন বেশ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে) ঐ নির্বাক মানুষগুলো (এমনিও ওরা কথাবার্তা বিশেষ বলছিল না। কিন্তু এখন ওরা একেবারেই স্তব্ধ, গম্ভীর হয়ে গেছে, মাঝে মাঝে এদিক-ওদিক করে সবাই মিলে এক দৃষ্টিতে রাস্তার পশ্চিম দিকে তাকিয়ে) দেখল যে ওদের দৃষ্টিসীমা থেকে লাঙলচেরা মাটির শেষ বিন্দুটুকুও অপসারিত হলো, ওদের চোখের নিচে কেবল পড়ে রইল এক দিগন্তজোড়া লোহা রঙের শান্ত অচঞ্চল জলের ধাতুময় বিস্তৃতি; আর সেই জল বিস্তৃতির মাঝে মাঝে টেলিফোন পোল এবং গাছের বেড়ার